**৪**

# তারল্য ব্যবস্থাপনা
## Liquidity Management

ব্যাংক আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যারা ঋণ ও আমানতের সুদের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করে। জনগন তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় ব্যাংকে আমানত হিসেবে জমা রাখে যা তারা যে কোন সময় উত্তোলন করতে পারে। ব্যাংক যেহেতু জনগনের আমানতকৃত এবং গচ্ছিত অর্থ অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় বা লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে সেহেতু ব্যাংককে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে তারল্য ব্যবস্থাপনা করতে হয়। ব্যাংককে তারল্য চাহিদার উৎসসমূহ সনাক্ত করে তারল্যের সরবারহ নিশ্চিতকরনে বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করতে হয়। উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি তারল্য না হয়ে যেন নীট তারল্য ভারসাম্য অবস্থায় থাকে সে ব্যাপারে ব্যাংক গুলো সতর্ক থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে হয়। ব্যাংকগুলো আইনগত প্রয়োজনীয় রিজার্ভ পূরণ প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ যেমন: নগদ রিজার্ভ অনুপাত ও বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাতের মাধ্যমে করে থাকে। তারল্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাংককে তারল্য পরিকল্পনা করতে হয় যা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে হয়ে থাকে। তারল্য পরিকল্পনা ভবিষ্যতে ব্যাংককে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা প্রদানে সহায়তা করে থাকে।

| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ |
|---|---|

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-৪.১ : তারল্য চাহিদা পূরণ
পাঠ-৪.২ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ সংরক্ষণ
পাঠ-৪.৩ : আইনগত প্রয়োজনীয় রিজার্ভ পূরণ
পাঠ-৪.৪ : স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা
পাঠ-৪.৫ : সংরক্ষিত তহবিল

## পাঠ-৪.১ তারল্য চাহিদা পূরণ
## Meeting Liquidity Needs

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- তারল্যের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কীভাবে তারল্যের চাহিদা পূরণ করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- তারল্য চাহিদা ও সরবরাহের উৎসসমূহ এবং চাহিদা ও যোগানের তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সম্পদকে নগদ অর্থে রুপান্তর করার ক্ষমতাকে তারল্য বলে। যে সম্পত্তি যত তাড়াতাড়ি নগদ অর্থে রুপান্তর করা সম্ভব সে সম্পত্তি তত বেশি তরল বলে বিবেচিত হবে। সাধারনত ব্যাংকের তারল্য বলতে নগদ অর্থকে বোঝায়। শুধুমাত্র নগদ অর্থই তারল্য নয় বরং কতিপয় সম্পত্তি রয়েছে যা ব্যাংকের তরল সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্যাংক তরল সম্পত্তি হিসেবে বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে থাকে। একের অধিক তারল্যের উৎস ব্যাংক ব্যবহার করতে পারে যা ব্যাংকের ধরন এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। ব্যাংকের তারল্যের চাহিদা ও যোগান দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চাহিদা ও যোগান পরস্পর জড়িত। ব্যাংকের তারল্যের চাহিদা কেন হয় বা কি কারণে ব্যাংকের তারল্যের চাহিদা প্রয়োজন পড়ে এবং ব্যাংক কিভাবে তারল্য চাহিদা পূরণ করে তা জানা জরুরী। আমানতকারীর যে কোন মুহূর্তে সম্পদকে নগদ অর্থে রূপান্তর করার ক্ষমতাকে তারল্য বলে। আমানতকারীরা যে কোন সময় তাদের আমানতের অর্থ উত্তোলন করতে পারবে। আমানতকারীর অর্থ উত্তোলনের নির্দেশ থেকেই মূলত ব্যাংকের তারল্যের চাহিদা দেখা দেয় অর্থাৎ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নগদ অর্থ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ব্যাংকের তারল্য চাহিদা সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে যে তারল্য চাহিদা সৃষ্টি হলো তা পূরণ করার জন্য ব্যাংক কর্তৃক নগদ অর্থের সরবরাহকে ব্যাংকের তারল্য সরবরাহ/তারল্য চাহিদা পূরণ বলা হয়ে থাকে।

**তারল্য চাহিদার উৎসসমূহ (Sources of Demand for Liquidity) ঃ** তারল্য চাহিদার উৎসসমূহ নিম্নরুপ:

(ক) আমানত উত্তোলন

(খ) ঋণ বিতরণ

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী দায় পরিশোধ

(ঘ) স্বল্প মেয়াদী দায় পরিশোধ

(ঙ) ব্যাংক সেবা প্রস্তুতিকরণ খরচাদি ও

(চ) ব্যাংক মালিকদের নগদ লভ্যাংশ প্রদান।

উপর্যুক্ত উৎসগুলোর কারণে তারল্য চাহিদা সৃষ্টি হয়। ব্যাংক ঐ সকল উৎস সমূহে তার নগদ অর্থ সরবরাহ করে থাকে। যখনই তারল্য চাহিদা দেখা দেয় তখনই তারল্য সরবরাহ বিষয়টি চলে আসে।

**তারল্য সরবরাহের উৎস সমূহ (Sources of Supply of Liquidity)ঃ** তারল্য সরবরাহের কয়েকটি উৎস হলোঃ

(ক) আমানত বৃদ্ধি

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ

(গ) মুদ্রা বাজার হতে ঋণ গ্রহণ

(ঘ) ব্যাংকের সম্পত্তি বিক্রয়

(ঙ) বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক সেবা থেকে আয় ও

(চ) ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ।

তারল্যের চাহিদা ও যোগানের তারতম্যের কারণে নিম্নের বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়।

১. অতিরিক্ত তারল্য **(Surplus Liqudity)ঃ** তারল্যের সরবরাহ যদি চাহিদার তুলনায় বেশি হয় তখন তাকে অতিরিক্ত তারল্য বলে।
২. ঘাটতি তারল্য **(Deficit Liqudity)ঃ** তারল্যের সরবরাহ যদি চাহিদার তুলনায় কম হয় তখন তাকে ঘাটতি তারল্য বলে।
৩. নীট তারল্য ( **Net Liqudity)ঃ** অতিরিক্ত তারল্য থেকে ঘাটতি তারল্য বাদ দিলে নীট তারল্য পাওয়া যায়।

ব্যাংকের কাজ হলো নীট তারল্য যাতে ভারসাম্য অবস্থায় থাকে। অতিরিক্ত তারল্য ব্যাংকের মুনাফা কমিয়ে দেয় এবং ঘাটতি তারল্য ব্যাংকের সুনাম বিনষ্ট করে আমানতকারী বা বিভিন্ন সার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে তাই ব্যাংককে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে তারল্য চাহিদা পূরণ করতে হবে।

**সারসংক্ষেপ :**

ব্যাংক যে কোন মুহূর্তে গ্রাহকের অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য। তারল্য ব্যবস্থাপনার ওপর ব্যাংকের মুনাফা ও সুনাম নির্ভরশীল। সম্পদকে নগদ অর্থে রূপান্তর করার ক্ষমতাকে তারল্য বলে। প্রত্যেকটি ব্যাংককে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে তারল্য চাহিদা পূরণ করতে হয়। আমানত উত্তোলন, ঋণ বিতরণ, দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী দায় পরিশোধ, সেবা প্রস্তুতকরণ খরচাদি ও নগদ লভ্যাংশ প্রদানের কারণে তারল্য চাহিদার সৃষ্টি হয় যা ব্যাংকগুলো আমানত বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রাবাজার থেকে ঋণ, সম্পত্তি বিক্রয়, সেবা থেকে আয় ও ঋণ গ্রহীতার ঋণের মাধ্যমে সরবারাহ করে থাকে। ব্যাংককে নিয়মিত খেয়াল রাখতে হয় অতিরিক্ত, ঘাটতি ও নীট তারল্যের পরিমাণের ওপর।

## পাঠ-৪.২ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ সংরক্ষণ
**Reserve Balance at the Central Bank**

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- রিজার্ভ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রিজার্ভ কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কীভাবে রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- প্রাথমিক রিজার্ভ সংরক্ষণের ব্যাপারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা বর্ণনা করতে পারবেন ।

ব্যাংক নিজের নিকট বা অন্য ব্যাংকের নিকট যে সকল নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে বা নগদের সমতুল্য সম্পদে বিনিয়োগ করে তার সমষ্টিকে রিজার্ভ বলে। ব্যাংক বিভিন্ন উপায়ে রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে পারে, যেমন ঃ নিজের ভোল্টে(Volt) নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংরক্ষণ করতে পারে, অন্য ব্যাংককে ঋণ প্রদান করতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ তহবিল ব্যতীত অন্যান্য সংরক্ষিত তহবিল রাখতে পারে। রিজার্ভ সাধারনত দু' প্রকার। যথা: প্রাথমিক রিজার্ভ ও মাধ্যমিক রিজার্ভ। বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে নিজ কোষাগারে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভোল্টে(Volt)যে পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে তাকে প্রাথমিক রিজার্ভ বলে। যে পরিমাণ অর্থ তারল্য ও মুনাফা উভয় উদ্দেশ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক বিনিয়োগ করে যা সহজে নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় তাকে মাধ্যমিক রিজার্ভ বলে। বিধি মোতাবেক চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের আমানত গ্রাহককে চাহিদা মাত্র ব্যাংক ফেরত দিতে বাধ্য। তাই প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ অনুসরন করে প্রাথমিক রিজার্ভ সংক্ষণ করে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ ও চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করা যায় এমন কিছু অর্থ সংরক্ষণ করে থাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো। মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য বজায় রাখার জন্য প্রথমিক রিজার্ভ সংরক্ষণ করা হয়। প্রাথমিক রিজার্ভ বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতি দাবী পরিশোধ ও নগদ অর্থের সংকট মোকাবেলায় প্রথম সারির রক্ষা কবচ ( First Line of Defense ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক রিজার্ভ আমানত তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। বণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রাথমিক রিজার্ভ সংরক্ষণ করার ব্যাপারে যে সব নিদের্শনা বা উপাদান সংরক্ষণ করতে বলে তা নিম্নরূপ:

**১। ব্যাংকের হাতে সংরক্ষিত নগদ অর্থ (Cash in Hand)ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক রিজার্ভের একটি উপাদান হলো হাতে সংরক্ষিত নগদ অর্থ। বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের সকল তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে তাদের Demand Deposit (চাহিদা আমানত) ও Term Deposit (মেয়াদি আমানতের) একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে তরল সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করে। বংলাদেশের প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে তাদের আমানতের ১৩% নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হয় যাকে Cash Reserve Ratio (CRR) নগদ রিজার্ভ অনুপাত বলে। তবে ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে এ হার ৫.৫%।

**২। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমাকৃত অর্থ (Deposited money to Central Bank)ঃ** তালিকাভূক্ত প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে তাদের চাহিদা আমানত (Demand Deposit) ও মেয়াদি আমানত (Term Deposit) এর একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে এ হার হচ্ছে ৬% যাকে Statutory Liquidity Ratio (SLR) বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের তারল্য সংকট মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষিত জমাকৃত অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এসব জমাকৃত অর্থ সংগ্রহ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বাধ্যতামূলক জমাকৃত অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্য রক্ষায় প্রাথমিক রিজার্ভ হিসেবে গণ্য হয়।

**৩। অন্য ব্যাংকে সংরক্ষিত চলতি আমানত ( Current deposit to other bank)ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংক তারল্য বা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অন্য ব্যাংকে চলতি আমানত হিসেবে অর্থ সংরক্ষণ করে থাকে। প্রয়োজনের সময় এ আমানত তারল্য সংকট মোকাবেলা করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবহার করে থাকে। এধরনের আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে সংরক্ষিত নগদ অর্থের মতই তারল্য সংকট মোকাবেলায় ব্যবহার করা যায় যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রাথমিক রিজার্ভ বলে বিবেচিত হয়।

**সারসংক্ষেপ :**

প্রতিটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক রিজার্ভ সংরক্ষণ করে। নিজের ভোল্টে(Volt) নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংরক্ষণ করে ও অন্যান্য সংরক্ষিত তহবিলের মাধ্যমে রিজার্ভ সংরক্ষণ করা যায়। রিজার্ভ সাধারণত দু'প্রকার হয়ে থাকে, যথা: প্রাথমিক রিজার্ভ ও মাধ্যমিক রিজার্ভ। প্রাথমিক রিজার্ভকে ব্যাংকের প্রথম সারির রক্ষা কবচ (First Line of Defense) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিদের্শনা মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যাংকের হাতে সংরক্ষিত নগদ অর্থ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমাকৃত অর্থ ও অন্য ব্যাংকে সংরক্ষিত চলতি আমানতের মাধ্যমে প্রাথমিক রিজার্ভ সংরক্ষণ করতে পারে।

# পাঠ-৪.৩ আইনগত প্রয়োজনীয় রিজার্ভ পূরণ

## Meeting Legal Reserve Requirements

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- ব্যাংকের আইনগত প্রয়োজনীয় রিজার্ভ পূরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ;
- প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ; এবং
- অতিরিক্ত রিজার্ভ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

আমানতকারীদের দাবি মেটানোর ও দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রক্ষিত অর্থকেই বাণিজ্যিক ব্যাংকের রিজার্ভ বলে। এ রিজার্ভকে দু'ভাগে ভাগ করে যায়। যথাঃ ১। প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ (Legal Required Reserve), ২। অতিরিক্ত রিজার্ভ (Excess Reserve) ।

**১। প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ (Legal Required Reserve) ঃ** বাংলাদেশের তালিকাভূক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলোর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংকগুলোর গ্রহণকৃত আমানতের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ হিসাবে জমা রাখতে হয়। এ রিজার্ভকে ব্যাংকিং এর ভাষায় প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ বলে।

Statutory Reserve Ratio (বিধিবদ্ধ রিজার্ভ অনুপাত)

Cash Reserve Ratio (নগদ রিজার্ভ অনুপাত) Statutory Liquidity Ratio (বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত)

বাংলাদেশের প্রতিটি তালিকাভূক্ত বণিজ্যিক ব্যাংককে মোট আমানতের ওপর ১৯% বিধিবদ্ধ রিজার্ভ অনুপাত রাখতে হয় যার মধ্যে নগদ রিজার্ভ অনুপাত ৬%, নগদ রিজার্ভ অনুপাত অবশ্যই স্থানীয় মুদ্রা (টাকায়) রাখতে হবে এবং ১৩% বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত হিসাবে রাখতে হয়। বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় হতে পারে আবার স্বর্ণও হতে পারে। বিভিন্ন দেশে ব্যাংকিং কাঠামো ভেদে এই প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

উদাহরণঃ মনে করি, X ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে ১ লক্ষ টাকা আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই এ ব্যাংককে ১ লক্ষ টাকার ওপর ৬% অর্থাৎ ৬,০০০/- টাকা নগদ রিজার্ভ অনুপাত হিসেবে ও ১৩% অর্থাৎ ১৩,০০০/- টাকা বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত হিসেবে জমা রাখতে হবে। আর বাকি ৮১,০০০/- টাকা এ ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ হিসেবে মঞ্জুর করতে পারবে। উদ্বৃত্তপত্রে এ ব্যাংকটির দায় ও সম্পত্তির চিত্র হবে:

| দায় | টাকা | সম্পত্তি | টাকা |
|---|---|---|---|
| আমানত | ১,০০,০০০/- | কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদ অর্থ জমা | ৬,০০০/- |
| | | কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ তারল্য জমা | ১৩,০০০/- |
| | | ঋণ প্রদান | ৮১,০০০/- |
| মোট | ১,০০,০০০/- | | ১,০০,০০০/- |

এখানে মোট ( ৬%+১৩%) = ১৯% বিধিবদ্ধ রিজার্ভ অনুপাত।

**২। অতিরিক্ত রিজার্ভ (Excess Reserve)ঃ** যে পরিমাণ আমানত জনগন এবং প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা রাখে তাকে ব্যাংকের মোট রিজার্ভ বলে। মোট রিজার্ভ থেকে প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ বাদ দিলে যা থাকে তাকে অতিরিক্ত রিজার্ভ বলে। এই রিজার্ভ বাণিজ্যিক ব্যাংক ইচ্ছা করলে সম্পদ অজর্নের জন্য ব্যবহার করতে পারে। এই রিজার্ভ ব্যাংক ঋণ প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে। অতিরিক্ত রিজার্ভ দ্বারা ব্যাংক আয় উপার্জনকারী সম্পদ অর্জন করতে পারে।

**উদাহরনঃ** X ব্যাংক লিমিটেড যদি আরো ৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত রিজার্ভ হিসেবে রাখতে চায় তবে উদ্বৃত্তপত্রের অবস্থা নিম্নরুপ হবে:

| দায় | টাকা | সম্পত্তি | টাকা |
|---|---|---|---|
| আমানত | ১,০০,০০০/- | কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নগদ অর্থ জমা | ৬,০০০/- |
| | | কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ তারল্য জমা | ১৩,০০০/- |
| | | অতিরিক্ত রিজার্ভ | ৫,০০০/- |
| | | ঋণ প্রদান | ৭৬,০০০/- |
| মোট | ১,০০,০০০/- | | ১,০০,০০০/- |

**সারসংক্ষেপ :**

তালিকাভূক্ত বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় রিজার্ভ পূরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক আইনগত প্রয়োজনীয় রিজার্ভ পূরণে সর্বদা তৎপর থাকে। প্রয়োজনীয় বৈধ রিজার্ভ অংশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ৬% নগদ রিজার্ভ ও ১৩% বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত সংরক্ষণ করতে হয়। নগদ রিজার্ভ অবশ্যই স্থানীয় মুদ্রায় রাখতে হয় আর বিধিবদ্ধ তারল্য স্থানীয়, বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণের মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাংক চাইলে অতিরিক্ত রিজার্ভও সংরক্ষণ করতে পারে যা ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক কাঠামোর জন্য ভালো।

# পাঠ-৪.৪ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা

## Short-term and Long-term Liquidity Planning

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- তারল্য পরিকল্পনা কী তা বলতে পারবেন ;
- স্বল্পমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- দীর্ঘমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা উদাহরণ সহ বর্ণনা করতে পারবেন।

তারল্য পরিকল্পনা আর্থিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। অনাগত ভবিষ্যতে সবসময়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বচ্ছল রাখার জন্য তারল্য পরিকল্পনা করা হয়। তারল্য পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন আর্থিক চাহিদা পূরণ করে পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করার স্বক্ষমতা অর্জন করে থাকে। তারল্য পরিকল্পনা স্বল্প, মধ্য, ও দীর্ঘ মেয়াদে কি পরিমাণ তারল্য রাখতে হবে সে সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে থাকে। তারল্য পরিকল্পনা একটি নিকটবর্তী আর্থিক পরিকল্পনার কার্যক্রম যেখানে একটি প্রতিষ্ঠান দৈনন্দিন আন্তঃ ও বহিঃনগদ প্রবাহের সঠিক সমন্বয় প্রদান করে। তারল্য পরিকল্পনা তারল্য সংকট ও তারল্য উদ্বৃত্ত পূর্বানুমান করে।তারল্য সংকট প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য ক্ষতিকর আর উদ্বৃত্ত তারল্য প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। মুনাফা অর্জন না করেও একটি প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু যদি প্রয়োজনীয় তারল্য না থাকে তবে প্রতিষ্ঠানটি কয়েকদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। আর এই কারণে নগদান ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তারল্য পরিকল্পনা বিবেচিত হয়। ব্যাংকের তারল্য পরিকল্পনা দু'টি স্তরের সাথে জড়িত। প্রথমটি ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি তারল্য চাহিদা এবং প্রয়োজনীয় রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। দ্বিতীয় স্তরের তারল্য পরিকল্পনা নীট তহবিলের চাহিদা পূর্বানুমানের সাথে জড়িত যা মৌসুমি ও চক্রাকার বিষয় এবং ব্যাংকের সার্বিক প্রবৃদ্ধি থেকে উদ্ভূত হয়।

**স্বল্পমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা ( Short term Liquidity Planning):** স্বল্পমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমাপনী উদ্বৃত্তের সাথে প্রয়োজনীয় আইনগত রিজার্ভের পূর্বানুমানের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। পরিকল্পনার মেয়াদ দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক (২সপ্তাহ) হতে পারে যে সময়ে একটি ব্যাংককে অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সর্বনিম্ন পরিমাণ আমানতের উদ্বৃত্ত রাখতে হয়। ব্যাংক মূলত অপরের গচ্ছিত অর্থ নিয়ে কারবার পরিচালনা করে। স্বল্পমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনায় প্রত্যেকটি ব্যাংক দৈনন্দিন সুষ্ঠু নগদান ব্যবস্থাপনায় যেসব কার্যাবলি সম্পন্ন করতে পারে তা হলো:

১. প্রাথমিক রিজার্ভ রাখা
২. মাধ্যমিক রিজার্ভ রাখা
৩. প্রাথমিক রিজার্ভ হতে দৈনন্দিন নগদান ঘাটতি পূরণ করা
৪. নগদ আন্তঃপ্রবাহ পরিকল্পিত ভাবে চলমান রাখা
৫. বকেয়া না রাখা
৬. নগদ জের সর্বদা কাম্যস্তরে রাখা
৭. দৈনন্দিন নগদ প্রবাহের ও বহির্গমনের হিসাব রাখা ও
৮. বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নগদ জমার ওপর নির্ভর করে নেওয়া।

নগদান ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। গ্রাহকদের উত্তোলন এর অর্থ ব্যাংক তার দৈনন্দিন লেনদেন থেকে প্রদান করে থাকে। ব্যাংক চাহিবামাত্র গ্রাহককে তার অর্থ প্রদানে বাধ্য। গ্রাহক মেয়াদান্তে বা মেয়াদ পূর্তির পূর্বে আমানতকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারে। ঐ পরিমাণ অর্থ যদি ব্যাংকে জমা না থাকে তাহলে ব্যাংককে অর্থ পরিশোধে হিমশিম খেতে হয়। তাই প্রত্যেকটি ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা করার সময় দৈনন্দিন নগদান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারনা

রাখতে হবে। স্বল্পমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা করার সময় ব্যাংকের কোষাগারে সহায়তা, অপর শাখা হতে সাময়িক ধার ও প্রক্রিয়াধীন নগদানের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

**দীর্ঘ মেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা (Long term Liquidity Planning)ঃ** দীর্ঘমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা হলো দ্বিতীয় স্তরের তারল্য পরিকল্পনা যা ভবিষ্যতের বছর গুলোতে তহবিলের পূর্বানুমানের সাথে জড়িত। তারল্যের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো জন্য আমানতের প্রবৃদ্ধি, ঋণের চাহিদা এবং পর্যাপ্ত তারল্যের উৎস সমূহ পূর্বানুমান করা জরুরী। পূর্বানুমানকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ ভিত্তি প্রবনতা, স্বল্প মেয়াদী মৌসুমী এবং চক্রাকার মান। দীর্ঘমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনায় ব্যাংকের তারল্যের পার্থক্য সম্ভাব্য তহবিলের ব্যবহার এবং প্রত্যাশিত তহবিলের উৎসের পার্থক্য মাসিক বিরতিতে প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। বাস্তবে, অনেক বড় ব্যাংক সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তা করে। আমানত এবং ঋণের উপাত্ত দীর্ঘ মেয়াদী তারল্য পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয়।

**টেবিল ৪.১ঃ** আমানত এবং ঋণের প্রবৃদ্ধির প্রবণতা, মৌসুমী এবং চক্রাকার উপাদান সমূহের পূর্বাভাস

**উদ্বৃত্তপত্র (মিলিয়ন টাকা)**

| সম্পদ সমূহ | | দায় সমূহ | |
|---|---|---|---|
| **বিবরণ** | **টাকা** | **বিবরণ** | **টাকা** |
| নগদ এবং ব্যাংক জমা | ১৬০/- | লেনদেন হিসাব এবং বিনিময় অযোগ্য আমানত | ১,৬০০/- |
| ঋণ | ১,৪০০/- | সার্টিফিকেট অব ডেপোজিট এবং অন্যান্য ধার | ২৮০/- |
| বিনিয়োগ যোগ্য সিকিউরিটিজ | ৪০০/- | শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটি | ১২০/- |
| অন্যান্য সম্পদ | ৪০/- | | |
| **সর্বমোট** | ২,০০০/- | **সর্বমোট** | ২,০০০/- |

## পূর্বাভাসকৃত আমানতঃ

| মাস (১) | আমানতের প্রবনতা/ট্রেন্ড (২) | মৌসুমী আমানত সূচক (৩) | মৌসুমী আমানত(২×৩)-আমানত(২) = (৪) | চক্রাকার আমানত (৫) | মোট (৬)=(২+৪+৫) |
|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | ১৬০৮ | ৯৯% | ১৬০৮×৯৯%<br>(১৬)=১৫৯২-১৬০৮ | (৩) | ১৫৮৯ |
| ফেব্রুয়ারি | ১৬১৬ | ১০২ | ১৬৪৮-১৬১৬=৩২ | ৮ | ১৬৫৬ |
| মার্চ | ১৬২৩ | ১০৫ | ৮১ | ৭ | ১৭১১ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| এপ্রিল | ১৬৩১ | ১০৭ | ১১৪ | ১০ | ১৭৫৫ |
| মে | ১৬৩৯ | ১০১ | ১৬ | ১ | ১৬৫৬ |
| জুন | ১৬৪৭ | ৯৬ | -৬৬ | -৮ | ১৫৭৩ |
| জুলাই | ১৬৫৫ | ৯৩ | -১১৬ | -১৫ | ১৫২৪ |
| আগষ্ট | ১৬৬৩ | ৯৫ | -৮৩ | -৯ | ১৫৭১ |
| সেপ্টেম্বর | ১৬৭১ | ৯৭ | -৫০ | -৪ | ১৬১৭ |
| অক্টোবর | ১৬৮০ | ১০১ | ১৭ | ০ | ১৬৯৭ |
| নভেম্বর | ১৬৮৮ | ১০৪ | ৬৮ | ৩ | ১৭৫৯ |
| ডিসেম্বর | ১৬৯৬(১৬০০×১.০৬) | ১০০ | ০ | ০ | ১৬৯৬ |

## ঋণের পূর্বাভাস

| মাস (১) | ঋণের প্রবনতা (২) | মৌসুমী ঋণ সূচক (৩) | মৌসুমী ঋণ(২×৩)-ঋণ(২) = (৪) | চক্রাকার ঋণ (৫) | মোট (৬) =(২+৪+৫) |
|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | ১,৪১৩ | ১০১% | ১,৪১৩×১০১%=১, ৪২৭-১,৪১৩=১৪ | ৬ | ১,৪৩৩ |
| ফেব্রুয়ারি | ১,৪২৭ | ৯৭ | -৪৩ | -৯ | ১,৩৭৫ |
| মার্চ | ১,৪৪০ | ৯৫ | -৭২ | -১৮ | ১,৩৫০ |
| এপ্রিল | ১,৪৫৪ | ৯৪ | -৮৭ | -২১ | ১,৩৪৬ |
| মে | ১,৪৬৭ | ৯৭ | -৪৪ | -১৫ | ১,৪০৮ |
| জুন | ১,৪৮১ | ১০২ | ৩০ | -৩ | ১,৫০৮ |
| জুলাই | ১,৪৯৫ | ১০৮ | ১২০ | ৯ | ১,৬২৪ |
| আগষ্ট | ১,৫১০ | ১০৬ | ৯১ | ১৭ | ১,৬১৮ |
| সেপ্টেম্বর | ১,৫২৪ | ১০৩ | ৪৬ | ১১ | ১,৫৮১ |
| অক্টোবর | ১,৫৩৮ | ৯৯ | -১৫ | ৫ | ১,৫২৮ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| নভেম্বর | ১,৫৫৩ | ৯৮ | -৩১ | ০ | ১,৫২২ |
| ডিসেম্বর | ১৫৬৮(১৪০০×১.১২) | ১০০ | ০ | ০ | ১,৫৬৮ |

[ বিঃ দ্রঃ ১. ডিসেম্বর-ডিসেম্বর আমানতের প্রবৃদ্ধির হার ৬% এবং ঋণের প্রবৃদ্ধি ১২% ।]

টেবিল ৪.১ এ দীর্ঘমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনায় কিভাবে আমানতের ও ঋণের পূর্বাভাস নির্ণয় করা হয় তা দেখানো হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের উপাত্তের ওপর নির্ভর করে আমানতের ওপর ৬% এবং ঋণের ওপর ১২% প্রবৃদ্ধি অনুমান করা হয়েছে। কলাম ৩ এ মৌসুমী আমানত/ ঋণের সূচক দেখানো হয়েছে যা ডিসেম্বরের সাথে প্রতি মাসের তুলনা করে করা হয়েছে। জানুয়ারিতে আমানতের সূচক ৯৯% এবং ঋণের সূচক ১০১% দেখানো হয়েছে। এমনিভাবে অন্য মাসগুলোতেও দেয়া আছে, কলাম (৪) এ মৌসুমী ঋণ/আমানত কলাম (২) ×(৩) করে করা হয়েছে। তারপর সেই মান থেকে প্রতি মাসের আমানত/ঋণের প্রবনতাকে বিয়োগ করা হয়েছে।

টেবিল ৪.২ এ মাসিক তারল্যের চাহিদা নির্ণয় সংক্ষেপ প্রদর্শণ করা হয়েছে। তারল্য চাহিদা সমান পূর্বাভাস কৃত ঋণের পরিবর্তন + প্রয়োজনীয় রিজার্ভ (-) পূর্বাভাসকৃত আমানতের পরিবর্তন।

তারল্য চাহিদা = পূর্বাভাসকৃত △ ঋণ +△ প্রয়োজনীয় রিজার্ভ - পূর্বাভাস কৃত △ আমানত।

<u>**টেবিল ৪.২ঃ**</u> তারল্য চহিদা নির্ণয় (মিলিয়ন টাকা)

| **মাস (১)** | **আমানত (২)** | **প্রয়োজনীয় রিজার্ভ (৩)= (২) ×১০%** | **ঋণ (৪)** | **তারল্য চাহিদা (৫)=৪+৩-২** |
|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | -১১ | -১.১০ | ৩৩ | ৪২.৯০ |
| ফেব্রুয়ারি | ৫৬ | ৫.৬০ | -২৪ | -৭৪.৪০ |
| মার্চ | ১১০ | ১১ | -৪৮ | -১৪৭.০০ |
| এপ্রিল | ১৫৩ | ১৫.৩ | -৫১ | -১৮৮.৭০ |
| মে | ৫৬ | ৫.৬ | ১০ | -৪০.৫০ |
| জুন | -২৫ | -২.৫০ | ১০৬ | ১২৮.৫০ |
| জুলাই | -৭২ | -৭.২০ | ২১৬ | ২৮০.৮০ |
| আগষ্ট | -২৬ | -২.৬০ | ২১১ | ২৩৪.৪০ |
| সেপ্টেম্বর | ১৯ | ১.৯০ | ১৭৭ | ১৫৯.৯০ |
| অক্টোবর | ৯৬ | ৯.৬০ | ১২৯ | ৪২.৬০ |
| নভেম্বর | ১৫৫ | ১৫.৫০ | ১২৫ | -১৪.৫০ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ডিসেম্বর | ৯৬ | ৯.৬০ | ১৬৮ | ৮১.৬০ |

তারল্য চাহিদা নির্ণয়/পরিমাপ সমান ঋণের পরিবর্তন যোগ প্রয়োজনীয় রিজার্ভের পরিবর্তন বিয়োগ আমানতের পরিবর্তন। রিজার্ভে অনুপাত সমান ১০% ধনাত্মক সংখ্যা ব্যাংকের ঘাটতি প্রদর্শণ করে এবং ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তহবিল প্রদর্শণ করে বিনিয়োগের জন্য।

**সারসংক্ষেপ :**

আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে তারল্য পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারল্য পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাংক দৈনন্দিন আর্থিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেনা পরিশোধে সক্ষম হয়। উদ্বৃত্ত তারল্য যেমন মুনাফা অর্জনে বাধা তেমনি ঘাটতি তারল্য ও ব্যাংকের সুনামের জন্য ও দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকার জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। তারল্য পরিকল্পনা স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী হয়ে থাকে। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক (২ সপ্তাহ) এর জন্য হতে পারে। স্বল্পমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনায় ব্যাংক সমূহ দৈনন্দিন সুষ্ঠু নগদান ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়। দীর্ঘমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা ভবিষ্যত বছর গুলোতে ঋণ, আমানত পূবাভার্স করে তারল্য চাহিদা নির্ধারণ করে প্রণয়ন করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনায় পূর্বানুমানের জন্য ভিত্তি প্রবনতা, স্বল্পমেয়াদী মৌসুমী ও চক্রাকার মান বিবেচনা করা হয়।

# পাঠ-৪.৫ সংরক্ষিত তহবিল
## Reserve Fund

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

- সংরক্ষিত তহবিল কী তা বলতে পারবেন; এবং
- সংরক্ষিত নগদ তহবিল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**সংরক্ষিত তহবিল (Reserve Fund)ঃ** ভবিষ্যতে কোন অপ্রত্যাশিত খরচ অথবা আর্থিক দায় মেটানের জন্য ব্যাংক সমূহ আলাদাভাবে যে তহবিল গঠন করে তাকে সংরক্ষিত তহবিল বলে। সংরক্ষিত তহবিল সম্পর্কিত ব্যাংক কোম্পানি আইনের ২৪ ধারার বিধানসমূহ নিম্নরুপ:

(১) বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত প্রত্যেক ব্যাংক কোম্পানি একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠন করবে এবং শেয়ার প্রিমিয়াম একাউন্ট রক্ষিত অর্থসহ উক্ত তহবিলের অর্থ যদি এর আদায়কৃত মূলধন অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কোন ব্যাংক কোম্পানির জন্য এ উদ্দেশ্যে সময় যে পরিমাণ প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে [তা অপেক্ষা কম হয়] তা হলে ব্যাংক কোম্পানি ধারা ৩৮ এর অধীন প্রস্তুতকৃত এর লাভ-ক্ষতির হিসাবে যে মুনাফা দেখিয়েছে তা হতে কোন টাকা সরকারের নিকট হস্তান্তর, বা লভ্যাংশ হিসাবে ঘোষণা করার পূর্বে অন্যূন ২০% এর সমপরিমাণ টাকা সংরক্ষিত তহবিলে হস্তান্তর করবে।

(২) কোন ব্যাংক কোম্পানির সংরক্ষিত তহবিলে বা শেয়ার প্রিমিয়াম একাউন্ট হতে কোন অর্থ কোন কাজে লাগানোর জন্য পৃথক করে রাখলে এ সম্পর্কে উক্তরূপ পৃথকীকরণের তারিখ হতে ২১ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক উক্তরুপ অবহিত করার সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে, বা অনুরূপ অবহিতকরণে বিলম্ব হয়ে থাকলে উক্ত বিলম্ব মার্জনা করতে পারবে।

**সংরক্ষিত নগদ তহবিল (Cash Reserve)ঃ** সংরক্ষিত নগদ তহবিল সম্পর্কিত ব্যাংক কোম্পানি আইনের ২৫ ধারার বিধানসমূহ নিম্নরূপ:

(১) তফসিলী ব্যাংক ব্যতীত প্রতিটি ব্যাংক কোম্পানি বাংলাদেশে সংরক্ষিত নগদ তহবিল হিসেবে এর মেয়াদী ও [চাহিবামাত্র দায়] এর ৬% এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ নিজের কাছে, বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা তার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংক, বা উভয় ব্যাংকে সমান অংশে মজুদ রাখবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং এতে এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, সংরক্ষিত নগদ তহবিল সংক্রান্ত

প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন করতে পারবে, অথবা সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, উক্ত প্রয়োজনীয়তা রহিত করতে পারবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন ব্যাংক কোম্পানি পরিশোধিত মূলধন, বা সংরক্ষিত নগদ অর্থ বা এর লাভ-ক্ষতির হিসাবে প্রদর্শিত দেনা, বা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত কোন ঋণ তার "দায়" এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান মোতাবেক সংরক্ষিত তহবিল সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক যখন কোন তথ্য তলব করবে, তফসিলী ব্যাংক ব্যতীত প্রত্যেক ব্যাংক কোম্পানি সে তথ্য সম্বলিত একটি বিবরণী উক্ত কোম্পানির দু'জন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট দাখিল করবে।

(৩) কোন ব্যাংক কোম্পানি উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক বিবরণী দাখিল করতে ব্যর্থ হলে উক্ত ব্যর্থতার প্রতি দিনের জন্য উক্ত ব্যাংক কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুর্ধ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডনীয় হবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী হতে যদি দেখা যায় যে, তা দাখিল করার নির্ধারিত তারিখের পূর্বের যে কোন দিবসের কাজের সমাপ্তিতে বিবরণ দাখিলকারী ব্যাংক কোম্পানি মজুদ অর্থ উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত নূন্যতম নগদ অর্থ অপেক্ষা কম ছিল, তা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কোম্পানিকে উক্ত ঘাটতির উপর তাকে ব্যাংক রেট অপেক্ষা ৩% বেশী হারে উক্ত দিবসের জন্য জরিমানামূলক সুদ প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারবে, এবং অনুরূপ পরবর্তী কোন বিবরণী হতেও যদি দেখা যায় যে তা দাখিলের জন্য নির্ধারিত দিবসের পূর্বের যে কোন দিবসের কাজের সমাপ্তিতেও উক্ত কোম্পানির মজুদ অর্থ উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত ন্যূনতম নগদ অর্থ অপেক্ষা কম ছিল, তা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কোম্পানিকে উক্ত ঘাটতির উপর তাকে ব্যাংক রেট অপেক্ষা ৫% বেশী হারে দিনগুলির জন্য জরিমানামূলক সুদ প্রদানের আদেশ দিতে পারবে।

(৫) কোন ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণীর ভিত্তিতে উপ-ধারা (৪) এর অধীন যদি উক্ত ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক ব্যাংক রেটের উপর শতকরা ৫% ভাগ বেশী হারে জরিমানামূলক সুদ প্রদেয় হয়, এবং তা পরবর্তী বিবরণী হতে যদি দেখা যায় যে, তার নিকট উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত নুন্যতম নগদ অর্থ অপেক্ষা কম অর্থ আছে তা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হতে উক্ত ব্যাংক কোম্পানিকে নতুন আমানত ও গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবে এবং উক্ত নির্দেশ অমান্য করে কোন আমানত গ্রহীতা হলে আমানত গ্রহণের প্রত্যেক তারিখের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানিকে, তাকে প্রদেয় অনুর্ধ্ব পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে।

(৬) এই ধারার অধীন আরোপিত কোন জরিমানা, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করতে হবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তা আদায় করা না হয়, তাহলে তা সরকারি দাবী (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

**সারসংক্ষেপ :**

ব্যাংক কোম্পানি অইনের ২৪ ধারায় সংরক্ষিত তহবিল সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত প্রত্যেকটি ব্যাংক সংরক্ষিত তহবিল গঠন করতে পারবে এবং লভ্যাংশ ঘোষণা করার পূর্বে অন্যূন ২০% অর্থ এই তহবিলে স্থানান্তর করতে পারবে সেক্ষেত্রে ধারা ৩৮ অনুসরণ করতে হবে। কোন ব্যাংক সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ অন্য কোন কাজে লাগাতে চাইলে ২১ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। ব্যাংক কোম্পানির ২৫ ধারায় সংরক্ষিত নগদ তহবিল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাংককে ৬% নগদ অর্থ নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হয় যা বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকার চাইলে পরিবর্তন করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষিত তহবিল সম্পর্কে কোন তথ্য তলব করলে তা ব্যাংকের ২ জন স্বাক্ষরসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হয়। উক্ত বিবরণী প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের জন্য অনুর্ধ দুই হাজার পাঁচশত টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয়।

**রেফারেন্স বইসমূহ**


- Timothy W. Koch, S. Scott MacDonald, Bank Management, South-Western Cenage Learning, USA
- Peter S. Rose, Commercial Bank Management, Irwin/McGraw-Hill,USA.
- Paul F.Jessup, Bank Management, Holt, Rinehart & Winston, 1969.
- Dr. A R Khan, Bank Management: A Fund Emphasis, Brother’s Publications.

## ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. তারল্য চাহিদা পূরণ বলতে কী বুঝেন?
২. ব্যাংকের তারল্য চাহিদার উৎস সমূহ কী কী।
৩. অতিরিক্ত তারল্য, ঘাটতি তারল্য ও নীট তারল্য কী?
৪. রিজার্ভ বলতে কী বুঝেন?
৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কীভাবে প্রাথমিক রিজার্ভ সংরক্ষণ করে তা আলোচনা করুন।
৬. নগদ রিজার্ভ ও বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত একটি উদাহরনের মাধ্যমে বর্ণনা করুন।
৭. অতিরিক্ত রির্জাভ বলতে কী বুঝেন?
৮. তারল্য পরিকল্পনা কী?
৯. স্বল্পমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যাংক নগদান ব্যবস্থাপনায় দৈনন্দিন কী কী কার্যবলী সম্পন্ন করে।
১০. কীভাবে ব্যাংগুলো দীর্ঘমেয়াদী তারল্য পরিকল্পনা করে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১১. কীভাবে তারল্য চাহিদা নির্ণয় করতে হয়?
১২. নিম্নের তথ্যগুলো থেকে তারল্য চাহিদা নির্ণয় করুন:

| মাস | আমানত | প্রয়োজনীয় রির্জাভ | ঋণ | তারল্য-চাহিদা |
|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | -২০ | | ৫০ | |
| ফেব্রুয়ারী | ৪০ | | -১০ | |
| মার্চ | ৬০ | | -৩০ | |
| এপ্রিল | ১২০ | | -৭০ | |
| মে | ৮০ | | ২০ | |
| জুন | -৫০ | | ৮০ | |
| জুলাই | -৯০ | | ১২০ | |
| আগষ্ট | -৪৫ | | ১৪০ | |
| সেপ্টেম্বর | ২৫ | | ১০০ | |
| অক্টোবর | ৬৫ | | ১০৫ | |
| নভেম্বর | ১৪০ | | ১১০ | |
| ডিসেম্বর | ৭৫ | | ১২০ | |

রিজার্ভ অনুপাত ১০% হলে তারল্য চাহিদা মাসিক ভিত্তিতে নির্ণয় করুন।

১৩. সংরক্ষিত তহবিল কী?
১৪. সংরক্ষিত নগদ তহবিল বলতে কী বুঝেন?